অতিথি কলাম

বদিউর রহমান

আমাদের বঙ্গবীরের বীরত্ব– এখন-তখনের দূরত্ব

খেতাবের বিড়ম্বনা বড় বেশি জ্বালার, বড় কষ্টের, এমনকি কখনো কখনো এ খেতাব বড় রকমের বোঝাও হয়ে পড়ে। তবুও যে-সময়ে যোগ্যতা-বলে খেতাব পাওয়া হয়, মানুষ খেতাব দেয় অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে-খেতাব দেয়া হয় কিংবা পাওয়া যায় তা পরে নিজের অপকর্মে, দায়িত্বহীনতায় কিংবা ব্যর্থতায় কিছুটা মলিন না হলেও, মোটেও সমালোচিত না হলেও তখন কিন্তু ওই খেতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তির সমালোচনা অবশ্যই হয়, তাকেই মানুষ ঘৃণা করে। কিন্তু তখনো তাকে দেয়া পূর্বের খেতাবকে, সম্মানকে মানুষ অসম্মান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই করে না। এটা প্রকৃত যোগ্য খেতাবপ্রাপ্তদের বেলায় ঘটে। এ দেশের মানুষের এ এক বড় গুণ যে, তারা সময়ের পরীক্ষায়ও কারো প্রকৃত অবদানকে খাটো করে দেখে না। এমন কোন স্বনামধন্য ব্যক্তির 'বিপথগামী' হওয়াকে মানুষ অপছন্দ করে, ব্যক্তি হিসেবে তাকে হয়তো তখন ঘৃণাও করে, কিন্তু তার পূর্ব-অবদানকে অস্বীকার করে না। তারপরও কথা ওঠে, কথা থেকে যায়– তার পক্ষে এমনতরো কাজ কীভাবে সম্ভব হলো? তার থেকে তো আমরা এমনটি আসা করিনি। ছিঃ ছিঃ– তিনি তো আমাদের দেয়া সম্মানকে অসম্মান করলেন! এ দেশের মানুষের মূল্যায়ন কখনো ভুল হয়নি, তা হোক জাতীয় পর্যায়ে, হোক তা এমনকি স্বীকৃত ব্যক্তি-পর্যায়ে। আর এমন একজন ব্যক্তিত্বকে নিয়েই যখন বিরূপ সমালোচনা শুরু হয়, যখন তথ্য-প্রমাণ-ছবিসহকারে তার অপকীর্তি পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার হয়, তখন আমাদের মাথা হেট হয়ে যায়। আমরা মাটির দিকে তাকিয়ে থাকি, আমাদের বলতে ইচ্ছে হয়– হে ধরিত্রী, ফাঁক হও, আমরা তাতে লুকিয়ে পড়ে নিজেদের প্রদত্ত উচ্চ-সম্মানের অসম্মান থেকে রক্ষা পাই। বলতে কি দ্বিধা করা চলে যে, আমাদের এক বঙ্গবীরের এখনকার অবস্থা আমাদেরকে এমনতরো বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে?

বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকী, বীর উত্তম, এ দেশের গৌরব, আমাদের সম্মান, মুক্তিযুদ্ধের এক অম্লান ব্যক্তিত্ব। যুদ্ধকালীন 'বাঘা সিদ্দিকী' নামে খ্যাত এ ব্যক্তিত্বের যুদ্ধ-পরবর্তী খ্যাতিও অনস্বীকার্য। বঙ্গবন্ধুর ডাকে অস্ত্র-সমর্পণ তাকে তখনও মহীয়ান করেছে বটে। তার মুক্তিযুদ্ধকালীন বীরত্ব কে-না জানে! তার সম্মানই তো বঙ্গবীর। আমাদের দু'জন বঙ্গবীরের মধ্যে তিনিও একজন। বঙ্গবীর ওসমানীর সাথে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর মিল-অমিল দুই-ই রয়েছে। একজন মুক্তিযুদ্ধের সময়ে প্রধান সেনাপতি, আরেকজন অধীনস্থ। তারপর দু'জনই একভাবে-না-একভাবে রাজনীতিতে। রাজনীতিতে জেনারেল ওসমানী যেমন তেমন কোন সফল হতে পারেননি, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যেমন জয়ী হতে পারেননি, তেমনি কাদের সিদ্দিকীও রাজনীতিতে এখনো তেমন সফল হয়েছেন বলা যায় না। তবে আদর্শিক দিক থেকে বঙ্গবীর ওসমানী জানামতে বিচ্যুৎ হননি। কাদের সিদ্দিকী কৃষক-শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি। রাজনৈতিক আদর্শের বক্তব্যে তিনি চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেন। এ আদর্শিক কারণে বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার অটল শ্রদ্ধা-ভালবাসা থাকলেও শেখ হাসি-নাকে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই সমর্থন করেন না। এটা তাকে অনেকের থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছে। তার 'গামছা'ও তাকে রাজনৈতিক অঙ্গনে 'ভিন্নতা' দিয়েছে। অবশ্য গামছা তিনি গ্রামের মানুষের ন্যায় পরেন না, গোসল করে গা-মোছার কাজেও নিশ্চয় ব্যবহার করেন না, এ গামছা তিনি সুন্দর করে গলায় ঝোলান, কাঁধের দু'পাশ দিয়ে সুন্দর ভাঁজে তরুণীদের 'ওড়নার' মতো করে ফিটফাট 'খাড়া' রাখেন। এ গামছার ভাঁজই শৈল্পিক, রাজনৈতিক দলের মালিকের গামছা যে! এ কি আর গ্রামের দিন-মুজুর কাইল্যা কামলার সম্বল গামছা নাকি?

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বলেন চমৎকার। উচ্চারণ তার স্পষ্ট, কণ্ঠ বলিষ্ঠ, তারচেয়েও বড় কথা হলো তিনি খুব ধীর স্থিরভাবে সংসদে বক্তব্য রাখতে পারেন। তবে তার মাঝে অসহিষ্ণুতাও রয়েছে। একবার সাহিত্যিক শওকত ওসমানের ছেলের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর এক অনুষ্ঠানে জাতীয় প্রেসক্লাবে সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের সামান্য রাজনৈতিক সমালোচনামূলক জিজ্ঞাসায় তার যে অসহিষ্ণু রূপ আমি দেখেছিলাম– তাতে আমি তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম। রাজনৈতিক নেতাদের কত রূপ যে থাকতে পারে তা কি আর সকলের জানা আছে? তারাও তো রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। তাদেরওতো রাগ থাকতে পারে। অতএব, কাদের সিদ্দিকীর সেদিনের ওই রূপ আমি মেনে নিয়েছিলাম। তার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে, সেখানে এ-সামান্য অসহিষ্ণুতা বড় হয়ে দেখা দিতে পারেনি। তবে সেলিনা হোসেনের সত্য-ভাষণ আমাকে মুগ্ধ করেছে। জাতীয় সংসদে জনগণের কত 'পাগল-ছাগল' প্রতিনিধি থাকে, তার কিছুটা হলেও অন্তত আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ-অবস্থানে দেখেছি। কিন্তু কাদের সিদ্দিকী সংসদে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তার বক্তব্য আমি মনোযোগ সহকারে শুনতাম। অতএব, তিনি এখনো আমার শ্রদ্ধাভাজন বটে।

কিন্তু সম্প্রতি পত্রিকায় তার নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের যে অপকর্মের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা আমাকে বড় কষ্ট দিয়েছে, দিচ্ছে। এ কী বলে গো! একি আমাদের বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর প্রতিষ্ঠান? আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। টাঙ্গাইলের 'কিছু' দখলের বিষয়ে ইতিপূর্বে কিছু খবর প্রকাশিত হলেও আমরা বিশ্বাস করিনি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অমিত সাহসের অধিকারী এ বীর এসব 'খারাপ' কাজ করতে পারেন না। এগুলো তার আকাশচুম্বী ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণের অপচেষ্টা মাত্র। তার কেন দখলী সংস্কৃতিতে যেতে হবে! তিনি কি আমাদের ফেনীর 'ভাইছা' যে তাকেও একই কায়দায় এগুতে হবে? নিশ্চয়ই নয়। অতএব আমরা তখন বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এবার? এবার যে পত্রিকায় তার সোনার বাংলা প্রকৌশল সংস্থার অপকর্মের ফিরিস্তি পত্রিকায় তুলে ধরা হলো– এটাও কি আমরা অবিশ্বাস করবো? দৈনিক প্রথম আলোর ১৯ জুলাই, ২০০৮ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় যে 'কাদের সিদ্দিকীর সেতু কেলেঙ্কারি- সোয়া কোটি টাকা জরিমানা, নেত্রকোনা ও জামালপুরের দু'টি সেতুর কার্যাদেশ বাতিল' খবর বেরুলো তা কি অবিশ্বাস্য? খবরের হেডিং-এর ঠিক উপরে যে নেত্রকোনার শ্যামগঞ্জ-বিরিশিরি-দুর্গাপুর সড়কের ওপর অসমাপ্ত শুকনাকুড়ি সেতুর ছবি দেয়া হয়েছে– তা কি মিথ্যে? অসমাপ্ত সেতুটি দেখলে তো বুকটা ফেটে যায়। 'নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ না করায় কাদের সিদ্দিকীর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে ৪৭ লাখ টাকা জরিমানা ও কার্যাদেশ বাতিল করা হয়েছে'। এটাও কি বানোয়াট? আবার একই সংবাদের অংশ হিসেবে জামালপুরের বকশীগঞ্জ-সানন্দবাড়ী-চররাজীবপুর সড়কে জিঞ্জিরাম নদীর ওপর সেতুর নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত রাখার যে ছবি ছাপা হয়েছে তা-ও কি অসত্য? ছবিতে তো অসমাপ্তের দৃশ্য জ্বলন্ত প্রমাণ। এখানেও জরিমানা ৭৮ লাখ টাকা। অন্যদিকে দৈনিক যুগান্তরের ২৮ জুলাই, ২০০৮ সংখ্যার লাল কালির ছয় কলামব্যাপী দু'লাইনের ব্যানার হেডিং 'কাদের সিদ্দিকী হাতিয়ে নিলেন সরকারের ২৩ কোটি টাকা', নিচে ছোট করে আন্ডারলাইন- করা '৬টি সেতুর নির্মাণ কাজ ফেলে পালিয়েছে সোনার বাংলা প্রকৌশল সংস্থা' আর 'মানিকগঞ্জের ঘিওরে কালিগঙ্গা নদীর উপর কাদের সিদ্দিকীর মালিকানাধীন সোনার বাংলা প্রকৌশল সংস্থার অসমাপ্ত সেতু'র যে ছবি ছাপা হয়েছে তা-কি অস্বীকার করা যাবে? উভয় পত্রিকার খবরে যে বিস্তারিত তথ্যাদি পরিবেশন করা হয়েছে তার আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। এ খবরগুলোর পেছনে কি কোন মহলের ষড়যন্ত্র রয়েছে? আমারতো মনে হয় না। তার সংস্থার পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। তিনিও সংবাদ সম্মেলন করে তার সাফাই গেয়েছেন। কিন্তু তাদের ব্যাখ্যা আর সাফাই কি আদৌ মানুষকে আশ্বস্ত করতে পেরেছে যে, বঙ্গবীরের বক্তব্যই সঠিক, পত্রিকার খবর ঠিক নয়? আমার তো মনে হয় না। প্রভাব বিস্তার করে, ভয়-ভীতি দেখিয়ে বিল তুলে নেয়া তার মতো ব্যক্তিত্বের পক্ষে মোটেই কোন কঠিন কাজ নয়, কিন্তু তা কি মানানসই? কে জানে, তিনি তার যুদ্ধকালীন অবদানের প্রতিদান নিতেই কি এমনটি করেছেন কি-না! তার সংস্থা যে আরো টাকা পাওনা রয়েছেন বলা হলো– তাহলে বছরের পর বছর কাজ শেষ হলো না কেন? সেতুর কাজ এমন যে দশ মাইল লম্বা সেতুর ৯.৯৯ মাইল নির্মিত হলেও ০.০১ মাইল অসমাপ্তের জন্য ওটা কোন কাজে আসবে না। সোনার বাংলা নামে প্রতিষ্ঠান করে বঙ্গবীরই যদি এমন কাজ করেন, তাহলে আর বিশ্বাস করা যাবে কাকে? তাই আমাদের প্রশ্ন– আমাদের বঙ্গবীরের বীরত্বের তখনের আর এখনের দূরত্ব কত? কেউ যদি এখন তাকে বীর উত্তম, বঙ্গবীরের পরে 'অসমাপ্ত-সেতু বীর' খেতাবে ভূষিত করেন, তাহলে সেটা কি বেয়াদবী হবে?

[সাবেক সচিব ও এনবিআর চেয়ারম্যান]